সংবাদ

তারিখ 18 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

টাঙ্গাইলে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত

থানা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ ৮৬টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই

টাঙ্গাইল, ১৭ই আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– থানা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ বিপুলসংখ্যক প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় টাঙ্গাইল জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে পড়ালেখার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গেছে, জেলায় বর্তমানে ৪টি থানা শিক্ষা অফিসার নেই। ৯টি থানায় ১৭টি সহকারী শিক্ষা অফিসার পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন যাবৎ। ৮৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদ সংখ্যা ৫১টি। একই সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন যাবত নাগরপুর, ভুয়াপুর, গোপালপুর ও সখিপুর থানায় শিক্ষা কর্মকর্তা নেই। কালিহাতি থানায় ৩টি, গোপালপুর থানায় ৩টি, নাগরপুর থানায় ২টি, বাসাইল থানায় ১টি, সখিপুর থানায় ২টি, মির্জাপুর থানায় ১টি ঘাটাইল থানায় ২টি, ভুয়াপুর থানায় ১টি এবং মধুপুর থানায় ২টি সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য রয়েছে দীর্ঘদিন যাবৎ। জেলার ৮৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। এর মধ্যে ২৮টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদই নেই। সূত্র জানায়, টাঙ্গাইল সদর থানায় ৩টি, নাগরপুর থানায় ২টি, মির্জাপুর থানায় ৫টি, বাসাইল থানায় ২টি, সখিপুর থানায় ২টি, কালিহাতি থানায় ২টি, ঘাটাইল থানায় ৩টি, মধুপুর থানায় ২টি, গোপালপুর থানায় ২টি ও ভুয়াপুর থানায় ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ নেই। দীর্ঘদিন যাবৎ এই বিদ্যালয়গুলো চলছে প্রধান শিক্ষকবিহীন অবস্থায়। এছাড়া অন্য ৫৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে ঘাটাইল থানায় ১০টি, মধুপুর থানায় ৮টি, গোপালপুর থানায় ৬টি, ভুয়াপুর থানায় ২টি, কালিহাতি থানায় ৬টি, সখিপুর থানায় ৪টি, বাসাইল থানায় ৭টি, মির্জাপুর থানায় ২টি, নাগরপুর থানায় ৪টি, দেলদুয়ার থানায় ৫টি এবং টাঙ্গাইল থানায় ৪টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। বর্তমানে জেলায় ১শ' ১৩টি নতুন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও ৫১টি সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, শিক্ষা কর্মকর্তাসহ বিপুলসংখ্যক প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদ শূন্য থাকায় জেলার সব থানায় প্রাথমিক শিক্ষা গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষ করে যে ৪টি থানায় থানা শিক্ষা অফিসার নেই সেগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বারবার অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।